দাবী করতে পারে, এবং যার আন্তরমূল্য আছে সে-ই নৈতিকতার বিষয় হয়।

Callicott ও স্বতঃমূল্যর ধারনা

Callicott অবশ্য মনে করেন যে যাঁরা স্বতঃমূল্যকে কোন প্রাকৃত ধর্মের (Natural Properties) এ দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।[৪] এই প্রশ্ন সর্বদাই উঠতে পারে যে যৌক্তিকতা, আত্মসচেতনতা, নৈতিক স্বাতন্ত্র্য - এর যে কোন একটি দিয়েই স্বতঃমূল্যকে বোঝার চেষ্টা করা যাক না কেন, এগুলিকে নিঃশর্ত ভাবে ভালো বলব কেন এবং এই ধর্ম সম্পন্ন জীবকেই বা কেন স্বতঃমূল্যবান বলব। এই প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া খুব কঠিন। আসলে Taylor মনে করেন যে যৌক্তিকতা ইত্যাদি ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ, মূল্যায়ন নিরপেক্ষ ভাবে আছে - এই ধারণাটির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যদি স্বতঃমূল্যর ধারণাটিকে কোন অপ্রাকৃত (Non-natural) ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে সেই অপ্রাকৃত ধর্ম সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরা যাবে না। তাকে জানার জন্য এক বিশেষ ধরনের নৈতিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে নৈতিক প্রত্যক্ষের কথা বলবে এবং এক ধরনের নৈরাজ্য এসে পড়বে নৈতিক জগতে।

---

[৪] J.B.Callicott, "Intrinsic Value, Quantum Theory, and Environmental Ethics." *Environmental Ethics*, 7,1985, pp. 257-275

Scanned by CamScanner

এই কারণে Callicott অন্য পথে এগিয়েছেন। Callicott , Hume - এর যে কথা - মূল্য অবস্থান করে ব্যক্তির চোখেই- তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। Hume - এর এই কথার সাথে স্বতঃমূল্য নির্ভর পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার বিরোধ আছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সাথে Callicott এক মত নন। Hume- এর এই বক্তব্যের সাথে অনায়াসে একথাও বলা যায়, Callicott এর মতে, যে বস্তুকে মূল্যবান বলে মনে করা যায় তার নিজের জন্যই এবং সেই বস্তুকে মূল্যবান বলে মনে করা যায় যে কোন উপকার করে বলে। একটি নবজাত শিশুকে মূল্যবান বলে মনে করা যায়, কারণ সে তার পরিবারের মানব সম্পদ হিসাবে কাজ করে, কারণ সে ভবিষ্যতে পরিবারের অর্থনীতিতে সাহায্য করবে ইত্যাদি। আবার ঐ শিশুটিকে মূল্যবান বলে মনে করা যায় কেবল শিশু বলেই, যেন এক মুঠো সুখ/ আনন্দ।

Callicott স্বতঃমূল্য এবং আন্তরমূল্যকে পৃথক করেছেন। স্বতঃমূল্য পুরোপুরি বিষয়নিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে মূল্যদাতা ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান। আন্তরমূল্য, Callicott - এর মতে, মূল্যদাতা ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র নয়। আন্তরমূল্য ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করে না। একটি বস্তুকে তার নিজের জন্যই তাকে মূল্য দেওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবোধের উৎস ব্যক্তিটি। আমরা মূল্যবোধের দর্পণে বস্তুকে দেখি এবং বস্তুর উপর মূল্য আরোপ করি এবং অবশ্যই আন্তরমূল্য আরোপ করি কিছু কিছু বস্তুর উপর। Darwin- এর তত্ত্বকে অনুসরণ করে বলা যায় যে বিবর্তনের ধারা পথে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ ধরনের মূল্যবোধের জন্ম হয়েছে যেগুলি মানুষ নামক প্রজাতিকে টিকে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। যদি মূল্যবোধের উৎস ব্যক্তি হয়, তবে সবই কি ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়বে? Callicott এই আমূল সাপেক্ষবাদ (Relativism) বন্ধ করার জন্য অনুভবের ঐক্যমত (Consensus of Feeling)— এর কথা বলেছেন। প্রাকৃত নির্বাচন (Natural Selection) - এর মাধ্যমে মানুষের শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে যেমন একটি সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে, অনুভবের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সকলের মধ্যেই এই অনুভবগুলি গড়ে উঠেছে কারণ সেই অনুভবগুলি পরিবেশের মধ্যে মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। আমূল ভিন্ন অনুভব সম্পন্ন মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হবে এই পৃথিবীতে। তাই প্রকৃতির নিয়মেই কম বেশী সাদৃশ্য আছে বিভিন্ন মানুষের অনুভবের ক্ষেত্রে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে Callicott মনে করেন যে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার প্রয়োজন একধরনের অ-পরতঃমূল্যর, কিন্তু তা বলে এক আমূল ব্যক্তিসাপেক্ষতা দিয়েও কোন সুবিধা হবে না। বিষয়ীনিষ্ঠা এবং বিষয়নিষ্ঠা- এই দুটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন Callicott তাঁর আন্তরমূল্যর ধারনায়। শুদ্ধ বিষয় বা শুদ্ধ বিষয়ী- এর কোনটাই আমরা জগতে পাই না। বিষয় - বিষয়ীর পার্থক্য মুছে গেছে Quantum পদার্থবিদ্যার আবির্ভাবের ফলে। বিষয় সর্বদাই বিষয়ীর দ্বারা অনুষক্ত এবং বিষয়ী সর্বদাই বিষয়ের দ্বারা অনুবিদ্ধ। পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করি, তবে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ বিষয়ীনিরপেক্ষ স্বতঃমূল্যের ধারনা অসমর্থনযোগ্য। কিন্তু একই সাথে পরিবেশের আন্তরমূল্য আছে- একথা বলতেই পারি এবং ফলে নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়বদ্ধতার কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

Scanned by CamScanner

স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে Callicott - এর সাথে Rolston III - এর সাদৃশ্য আছে। Callicott -এর মত Rolston III বিষয় এবং বিষয়ীকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছেন, যদিও পরিবেশনিষ্ঠ মূল্যর ক্ষেত্রে Rolston III অনেকটাই বিষয়ের প্রাধান্যর দিকে ঝুঁকেছেন।[৩] Quantum পদার্থবিদ্যার প্রসঙ্গ এনে Rolston III দেখানোর চেষ্টা করেন, বিষয়ী-বিষয়ের স্পষ্ট পার্থক্য আর আমরা স্বীকার করতে পারব না এবং দেশ, কাল ইত্যাদি ধারণার যে বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা ভাবতাম তা বোধহয় আর ভাবা যাবে না। তা বলে কিন্তু Rolston III একথা স্বীকার করেন না যে বিষয়ীতাবাদের জয়জয়কার হচ্ছে। আমরা সকলেই একথা বিশ্বাস করি যে প্রাকৃত জগতে বিষয়ী স্বতন্ত্র ভাবে অনেক কিছু ঘটে। প্রকৃতিতে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা আমাদের মনের সৃষ্টি নয়; হয়ত সেই ঘটনাগুলিকে জানার সময় আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হই। বহির্জগতে এমন অনেক বস্তু আছে, ঘটনা ঘটে যা আমাদের মূল্যাত্মক অবধারণ (Value Judgement) নির্ধারণ করে। মূল্যাত্মক অবধারণ জগৎ সম্পর্কে কিছু যথার্থ সংবাদ দেয়। বৈজ্ঞানিক অবধারণের মত মূল্যাত্মক অবধারণ জগতের সাথে আনুরূপ্য (Correspondence) সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমরা যদি জগত অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের জিন- এর গঠন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করি, তবে দেখব যে ঐ ঘটনাগুলি মানুষের নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রাকৃত জগতে ঐ ঘটনা গুলি নিরন্তর ঘটে চলেছে। একথা ঠিকই যে যতই আমাদের তত্ত্বগুলি শাণিত হবে, ঐ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ততই বিশদ হবে; তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে বহির্জগৎ নিজেকে ক্রমশই ভেঙে গড়ে নতুন নতুন করে নির্মাণ করে চলেছে। জ্ঞান লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য বহির্জগতে এমন কিছু থাকতে হবে যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে উস্কে দেয় অথবা যার সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা খাপ খায়। Rolston III দাবী করেন যে মূল্যায়ন কাজটি পরিবেশের মধ্যেও হয়, এবং পরিবেশ সম্পর্কেও আমরা মূল্যায়ন করে থাকি। আমরা যেমন পরিবেশের উপর মূল্য আরোপ করি, পরিবেশও তেমনি আমাদের কাছে মূল্য পরিবহন করে। Rolston III যেহেতু পরিবেশের বিষয়নিষ্ঠ মূল্য স্বীকার করেন, তাই পরিবেশের স্বতঃমূল্য, যে স্বতঃমূল্য মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে, তা মানতে Rolston III -এর কোন আপত্তি নেই।

এতক্ষণ আমরা স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্যের পর্যালোচনা করলাম। Moore এই আলোচনা করেছেন তাঁর নীতিবিদ্যার তত্ত্বের প্রেক্ষিতে। Attfield , Taylor, Callicott এবং Rolston III অবশ্য তাঁদের আলোচনা করেছেন পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার প্রসঙ্গেই। এই আলোচনা থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার যে স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান হল বিষয়নিষ্ঠা- বিষয়ীনিষ্ঠা সম্পর্কিত বিতর্ক। বিষয়নিষ্ঠা- বিষয়ীনিষ্ঠার বিতর্কে একজন দার্শনিক কোন্ পক্ষ সমর্থন করবেন তার উপর নির্ভর করে তাঁর স্বতঃমূল্য সম্পর্কে তত্ত্ব কী ধরনের হবে। বিষয়নিষ্ঠার সমর্থক স্বতঃমূল্য সম্পর্কে এক ধরনের ধারনা পোষণ করেন, আবার বিষয়ীনিষ্ঠার সমর্থক স্বতঃমূল্য সম্পর্কে অন্য ধরনের ধারণা পোষণ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে Moore যা বলেছিলেন তার উল্টো কথাটাই ঠিক, অর্থাৎ স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত বিতর্কটি আসলে বিষয়নিষ্ঠা- বিষয়ীনিষ্ঠা সম্পর্কিত বিতর্ক।

---

[৩] Holmes Rolston III. 'Are values in Nature Subjective or Objective?' *Environmental Ethics*. 4, 1982. pp.125-151

Scanned by CamScanner

অবশ্য একথা ঠিক, যা Moore মনে করেন, যে স্বতঃমূল্যকে বুঝতে হবে স্বতঃধর্মর (Intrinsic Property) মধ্য দিয়েই। যখন একটি জিনিসের স্বতঃমূল্য থাকে, তা থাকে জিনিসটি নিজে যা তার জন্যই, জিনিসটির কোন বহিরাগত ধর্মের জন্য নয়। কিন্তু Moore যে বলেন স্বতঃমূল্য হল একটি আন্তর্জাগতিক (Transworld) ধর্ম - সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকেই যায়। একটি জিনিসের যে ধর্মগুলি থাকে, জটিল ও দীর্ঘ বিবর্তনের ধারাপথে ঐ ধর্মগুলির ঐ জিনিসটির মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে। এক সম্ভাব্য জগতে জিনিসের ধর্মগুলির পরিবর্তন হতেই পারে। এবং যদি স্বতঃমূল্যকে বোঝা হয় ধর্মের মাধ্যমে, তা সে স্বতঃধর্ম হলেই বা কি, দেখা যাচ্ছে যে সম্ভাব্য জগতে স্বতঃমূল্যর পরিবর্তন হতেই পারে। অর্থাৎ বাস্তব জগতে একটি জিনিসের স্বতঃমূল্য আছে অথচ সম্ভাব্য জগতে ঐ জিনিসটির স্বতঃমূল্য নেই- এমনটি হতেই পারে। ধর্ম যদি আন্তর্জাগতিক হয়, স্বতঃমূল্যও আন্তর্জাগতিক নয়।

স্বতঃমূল্যর ধারণাটি যে পরতঃমুল্যর ধারণার বিপরীত, এই নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু যেই মুহূর্তে স্বতঃমূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ বলা হয়, সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ওঠে স্বতঃমূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ বিষয়ীনিষ্ঠ বিতর্কের মধ্যে ঠিক কোথায় ফেলব। স্বতঃমূল্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে, বিষয়ীনিষ্ঠার বিরুদ্ধে। কোন জিনিসকে বিষয়ীনিষ্ঠ বলার অর্থ হল সেই জিনিসটির প্রতি বিষয়ীর একটি নির্দিষ্ট মানসিক প্রবৃত্তি আছে, এই কথা বলা। যদি কোন জিনিসকে বিষয়ীনিষ্ঠ মূল্যবান বলা হয়, তার অর্থ হল ঐ জিনিসটির প্রতি বিষয়ীর গ্রহণের প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু কোন জিনিসের স্বতঃমূল্য বিষয়ীর মানসিক প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে না; বরঞ্চ তা নির্ভর করে জিনিসটির স্বীয় ধর্মের উপর।

স্বতঃমূল্য ও বিষয়নিষ্ঠ/বিষয়ীনিষ্ঠ বিতর্ক

তবে কি আমরা বলব যে স্বতঃমূল্যর ধারনাটি বিষয়নিষ্ঠ? বিষয়নিষ্ঠার দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।[৩] একটি ব্যাখ্যাকে বলা যায় উদার ব্যাখ্যা (Liberal Interpretation) এবং অপরটিকে বলা যেতে পারে কট্টর ব্যাখ্যা (Orthodox Interpretation). কট্টরপন্থী ব্যাখ্যায় যদি একটি মূল্য বিষয়নিষ্ঠ হয়, তবে ঐ মূল্যটি তার অধিকরণে থাকে মূল্যনিরুপক স্বতন্ত্রভাবে এবং ঐ মূল্যটিকে বোঝার জন্য মূল্যনিরুপক ব্যক্তির কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু উদারনৈতিক ব্যাখ্যায় কোন মূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ বলার অর্থ এই নয় যে ঐ মূল্যটি তার অধিকরণে মূল্যনিরুপক স্বতন্ত্রভাবে থাকে, কিন্তু ঐ মূল্যটিকে বুঝতে গেলে মূল্যনিরূপকের মানসবৃত্তি স্বতন্ত্রভাবেই বোঝা যায়। আমি উদারনৈতিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। কট্টরপন্থী ব্যাখ্যায় যদি একটি মূল্য বিষয়নিষ্ঠ হয়, তবে ঐ মূল্যটি তার অধিকরণে থাকে মূল্যনিরূপক স্বতন্ত্রভাবেই এবং মূল্যটিকে বোঝার জন্য মূল্যনিরূপক ব্যাক্তির কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু উদারনৈতিক ব্যাখ্যায় কোন মূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ বলার অর্থ এই নয় যে ঐ মূল্যটি তার অধিকরণে মূল্যনিরুপক স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, কিন্তু ঐ মূল্যটিকে বুঝতে গেলে মূল্য নিরূপকের মানস প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র ভাবেই বোঝা যায়। অর্থাৎ সত্তা (Existence) এবং ব্যাখ্যা (Interpretation) - এই উভয় দিক থেকেই মূল্যটি মূল্যনিরূপক স্বতন্ত্র। কিন্তু উদারনৈতিক ব্যাখ্যায় মূল্যটি সত্তার দিক থেকে মূল্যনিরূপক নির্ভর, যদিও মূল্যটি মুল্যনিরুপকের মানসিক প্রবৃত্তি নির্ভর নয়। মূল্যটিকে বোঝার জন্য, ব্যাখ্যা করার জন্য মূল্যনিরূপকের প্রসঙ্গ আনার কোন প্রয়োজন নেই।

[৩] John. O' Neill, 'The Varieties of Intrinsic Value'. *The Monist* 75. 2. 1992. p.126

Scanned by CamScanner

আমরা বক্তব্য হল যে যদি বলি যে 'ক' হল এমন এক বস্তু যাতে স্বতঃমূল্য আছে, তাহলে এই দাবী করার সাথে সাথে পুরো মূল্যকথার (value discourse) প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং এই মূল্যকথা বা মূল্য সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে আসে মানুষী দৃষ্টি (Human perspective) বা মানুষী ধারনাতন্ত্র (Human conceptual Scheme)। কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করা যাক। যদিও 'মূল' কথাটিকে নানা জন নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ঐ সকল ব্যাখ্যাগুলিকে তিনটি দলে ফেলা যেতে পারেঃ প্রথমত, 'মূল্য' শব্দটিকে কখনও কখনও বিমূর্ত বিশেষ্য (Abstract noun) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে আবার (ক) সংকীর্ণ অর্থে 'মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় ভালো (Good), কাঙ্ক্ষিত (Desirable) প্রয়োজনীয় (Worthwhile) ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং (খ) ব্যাপক অর্থেও 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সকল রকমের ন্যায়, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য, সত্য, পবিত্রতা ইত্যাদি বোঝাতে। যদি আমরা মূল্যকে সরলরেখার ছবির দ্বারা উপস্থাপন করি, তবে বলতে পারি যে উপরোক্ত অর্থে মূল্য ঐ সরলরেখার যোগের (Plus) দিকে পড়ে এবং ঐ সরলরেখার বিয়োগ- এর (minus) দিকে যা পড়বে তা-ই মূল্যহীন(Disvalue) বলে পরিচিত হবে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে 'মূল্য' শব্দটি হল সকল প্রকার সমালোচনাত্মক (Critical, যা বিববণাত্মক বা Descriptive - এর বিরোধী) বিশেষণের এক বর্গীয় (Generic) নাম। দ্বিতীয়ত, 'মূল্য' শব্দটি কখনও কখনও মূর্ত বিশেষ (Concrete noun) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে মূল্য' শব্দটি দিয়ে যা মূল্যবান বা যাকে মূল্যবান বলে মনে করা হয় তাকে বোঝানো হয়, যেমন আমি সততাকে মূল্যবান বলে মনে করি, অথবা অত্যন্ত প্রাচীন একটি ঘড়িকে আমি মূল্যবান বলে মনে করি। তৃতীয়ত, 'মূল্য' শব্দটি দিয়ে মূল্যায়ন করা নামক কাজটিকেও বোঝানো হয় যে কাজের ফলে আমরা একটি মূল্যাত্মক অবধারণ পাই।

এই তিন প্রকার ব্যবহার এর আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে প্রথম ব্যবহারটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যেখানে 'মূল্য' শব্দটিকে এক বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যবহার প্রথম ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যদি কারও এক বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে মূল্য কী তার ধারনা না থাকে, তবে তাঁর কী করে ধারনা হবে যে কোন জিনিসটি মূল্যবান অথবা মূল্যায়ন কাজটি কী ধরনের কাজ? একটু আগেই দেখেছি যে প্রথম বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে 'মূল্য' শব্দটি ভালো, কাঙ্ক্ষিত, ন্যায়, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ধারনার সাথে সম্পর্কিত। তাই আমরা যখন এই অর্থে 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন মূল্য নিয়ে কথা বলতে গেলে ভালো, কাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি ধারনাগুলির প্রসঙ্গও আসবে। এখন এই ভালো, কাঙ্ক্ষিত ইত্যাদির প্রসঙ্গ এলে একটি জটিল চিন্তাতন্ত্রের প্রসঙ্গ আসবে, যে তন্ত্রের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য জড়িত এবং এই চিন্তাতন্ত্র একটি গাছের উপর অথবা একটি নদীতে, অথবা মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর উপর আরোপ করা ব্যাপারটি কী- তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না। একটি মূল্যাত্মক অবধারণ আরোপ করার অর্থ হল আরও অনেক সম্বন্ধ মূল্যাত্মক অবধারণের আরোপ এবং এখানেই সমস্যার মূল প্রোথিত। কোন একটি সত্তা একটি মূল্যাত্মক অবধারণ করার ক্ষমতা তখনই রাখে যখন তার আরও অনেক মুল্যাত্মক অবধারণ করার ক্ষমতা থাকে। এবং এই মুল্যাত্মক অবধারণতন্ত্র একমাত্র মানুষেরই থাকতে পারে, অন্তত একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই আমরা অর্থবহভাবে এই তন্ত্রের আরোপ করতে পারি। কিন্তু এই কথা বলার অর্থ এক ধরনের মানবকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন নয়, কারণ মনুষ্যেতর প্রাণী ও অন্যান্য পদার্থের স্বতঃমূল্য

Scanned by CamScanner

আছে এই অর্থে যে ঐ প্রাণী এবং পদার্থগুলিকে তাদের নিজেদের জন্যই মূল্যবান বলে মনে করা হয় এবং তাদের ঐ মূল্যকে কোন মূল্যনিরুপক ব্যক্তির প্রসঙ্গ ছাড়াই বোঝা যায়। কিন্তু যেহেতু যে কোন মূল্যকথা মানবকেন্দ্রিক, পরিবেশের স্বতঃমূল্য মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে অবস্থান করে- এ কথা বলা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হবে না। সুতরাং পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে এবং সেই স্বতঃমুল্য বিষয়নিষ্ঠ, কিন্তু কেবল উদারনৈতিক অর্থেই তা বিষয়নিষ্ঠ।

মূল্যকথার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা যে অপরিহার্য তা পূর্বে আলোচিত Moore - এর একটি কথা থেকে বেরিয়ে আসে। স্মরণ করুন Moore 'হলুদ' এবং 'সুন্দর' -এই দুই ধরনের বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদিও এই উভয় বিশেষণই পদার্থের স্বতঃধর্মের (intrinsic nature) উপর নির্ভর করে, Moore- এর মতে, 'সুন্দর' এক স্বতঃবিশেষণ (Intrinsic Predicate) নয়, কিন্তু 'হলুদ এক স্বতঃবিশেষণ। মূল্যাত্মক বিশেষণগুলি 'হলুদ ইত্যাদির মতো স্বতঃবিশেষণ নয়। কারণ হল যে একটি বস্তুর স্বতঃবিশেষণগুলির উল্লেখ ঐ বস্তুটির পূর্ণ বিবরণ দেয়, কিন্তু বস্তুর পূর্ণ বিবরণের জন্য বস্তুটির মূল্যাত্মক বিশেষণগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্বতঃমূল্যবান এবং স্বতঃবিশেষণের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। 'সুন্দর' বিশেষণটি বস্তুর স্বতঃমূল্যর উপর নির্ভর করে, কিন্তু স্বতঃবিশেষণ নয়। এখন প্রশ্ন হল আমরা কী ভাবে একটি বস্তুর মূল্যাত্মক বিশেষণ থাকা এবং একটি বস্তুর 'হলুদ' এই বিশেষণটি থাকার মধ্যে পার্থক্য করব? আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে একটি মূল্যাত্মক বিশেষণের আরোপ আরও অনেক সমৃদ্ধ মূল্যাত্মক বিশেষণের আরোপ সূচিত করে এবং এই মূল্যাত্মক বিশেষণের তন্ত্র একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই অর্থবহ হয়। তাই মূল্যকথা একমাত্র মানুষ প্রসঙ্গেই উঠতে পারে। মূল্যকথার আলোচনায় মানুষী দৃষ্টি অপরিহার্য।

স্বতঃমূল্যকে এইভাবে বুঝলে বিষয়নিষ্ঠার (কট্টরপন্থী ব্যাখ্যাটি) যে সমস্যা হচ্ছিল তা আর। স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত তত্ত্বকে স্পর্শ করবে না; কারণ এই মতে স্বতঃমূল্যর ব্যাখ্যা যে পরিস্থিতিতে হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে মূল্যনিরূপক তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। এ কথাও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার আলোচনায় স্বতঃমূল্যর ধারনাকে নিয়ে আসার কারণ হল যে এই স্বতঃমূল্যর ধারণার সাহায্যে মানুষের পরিবেশ রক্ষা কর্তব্য - এই কথার একটি নৈতিক ভিত্তি দেওয়া যাবে এবং এই কথাটির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা যাবে। কেবল স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত তত্ত্বই (যা উদারনৈতিক অর্থেই বিষয়নিষ্ঠ) পারে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার এই চাহিদা পূরণ করতে। স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত এমন কোন তত্ত্ব যদি থাকে যার সাথে মূল্যনিরূপকের কোন সম্পর্ক নেই এবং ফলে যা কট্টর মতে বিষয়নিষ্ঠ, তবে তেমন কোন তত্ত্ব পরিবেশরক্ষায় মানুষকে কোন নির্দিষ্ট কর্মপথে প্রণোদিত করতে পারবে না অথবা পরিবেশের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা দাবী করতে পারবে না; অথচ পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার এটি করাই হল স্বতঃমূল্যর কাজ।

Scanned by CamScanner